দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

মেডিক্যাল শিক্ষা

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে একজন পত্রলেখক জানিয়েছেন, এই নতুন ব্যবস্থা তার পছন্দ নয়। নতুন ব্যবস্থায় ভর্তি পরীক্ষার (লিখিত) একশ নম্বরের ওপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রী বাছাই হবে। এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার নম্বর বিবেচনা করা হবে না। কারণ সেখানে নকলের সুযোগ ছিল। মৌখিক পরীক্ষাও হবে না কারণ সেখানে পক্ষপাতের সুযোগ আছে।

পত্রলেখকের ক্ষোভের কারণ বোঝা যায়। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল যদি গণ্য করার যোগ্যই না হবে তাহলে এসব পরীক্ষা তুলে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। তাছাড়া আগে যারা নকল করে পাস করে এসেছেন, ভর্তি পরীক্ষায় তারা তেমন কিছুই করবেন না এরই বা নিশ্চয়তা কে দেবে? তবে পত্রলেখকের নতুন ভর্তি পদ্ধতি অপছন্দ হবার কারণ বোঝা গেলেও কোন পদ্ধতি যে সবার পছন্দের তা বলা সহজ নয়। পুরোনো পদ্ধতিও অনেকেরই অপছন্দ ছিল। সত্যি বলতে কি, সবার জন্যে পছন্দসই একটা ভর্তি পদ্ধতি প্রণয়ন করায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কিছু অসুবিধা আছে বোঝা যায়। ভর্তি পদ্ধতি এ রকমভাবে তৈরি করতে হয় যাতে খুব বেশী ছাত্র ভর্তি হতে না পারে। বেশী শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলান হবার মত মেডিক্যাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশে নেই।

কিন্তু দেশে ডাক্তারের প্রয়োজন আছে। মেডিক্যাল কলেজে পড়তে পারে এমন ছাত্রেরও অভাব নেই। এখন যে সীমিত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী ছাত্রছাত্রীরই এ শিক্ষা গ্রহণ করবার যোগ্যতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল। চিকিৎসা শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তা সংকুচিত হয়ে থাকছে।

বাস্তব পরিস্থিতির সুষ্ঠু মোকাবিলা করতে চাইলে আরো মেডিক্যাল কলেজ খুলতে হবে এবং শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে। মেডিক্যাল কলেজ অর্থ শুধু অট্টালিকা নয় অবশ্যই। চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ সুযোগ-সুবিধাসহ ব্যাপক আয়োজন দরকার।